দৈনিক
ইনকিলাব

2 6 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নবিদ্ধ উচ্চশিক্ষায় ইউজিসিও উদ্বিগ্ন

সুলতান মাহমুদ

ক্যাম্পাস লাইব্রেরী ল্যাব নেই তবুও বছরে শিক্ষার্থী বৃদ্ধির হার ৪১ চালু হওয়ার ২ বছরের মাথায় ১ হাজার ডিগ্রী প্রদান

ক্যাম্পাস, শিক্ষক, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী নেই। তবুও ভাড়া করা বাড়ীর অংশ বিশেষে ইংরেজী-বাংলায় চটকদার সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে উচ্চ শিক্ষার সার্টিফিকেট বিক্রির রমরমা ব্যবসা চলছে। অনুমোদনবিহীন কোর্স চালু। তাতেও তোয়াক্কা নেই কাউকে। অনুমোদিত আসনের বিপরীতে কয়েক গুণ বেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে।
লোক দেখানো ভর্তি পরীক্ষা, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বেতন-ভাতার ফিরিস্তি। ক্লাস না করিয়ে কোর্স শেষ। খেয়াল-খুশিমত পরীক্ষা গ্রহণ। যত ছাত্র তত পাস ভিত্তিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন। যথেচ্ছ ডিগ্রী দান। একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে ডিগ্রী দিয়েছে এক হাজার শিক্ষার্থীকে। যেখানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ ঃ ১২ ছাত্র শিক্ষকের অনুপাতকেও সন্তোষজনক নয় বলে মনে করছে ইউজিসি সেখানে কোন কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই অনুপাত ১ ঃ ৬৪। এরপরও প্রতিবছর বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়ছে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী গত ২০০৫ সালেও এই বৃদ্ধি ৪১ শতাংশ। এতে করে প্রকৃত শিক্ষিত নয় বরং প্রতিবছর হাজার হাজার সার্টিফিকেটধারী গ্রাজুয়েট বের হচ্ছে। এমতর অবস্থা চলছে দেশের ৫৪টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশগুলোতে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শর্ত ভেঙে পরিচালিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের উচ্চ শিক্ষাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। এতে উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত শিক্ষার্থীদের

৮-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নবিদ্ধ

১২-এর পৃষ্ঠার পর

অভিভাবকরা। শঙ্কিত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেগুলোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও (ইউজিসি)। দেশের সরকারী-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ২০০৫ সালের কার্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক ইউজিসি প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে এ সব তথ্য-উপাত্ত পাওয়া গেছে।
প্রতিবেদনের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, দেশে প্রতিবছরে গড়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণেচ্ছু উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২ লাখ ৬৩ হাজার ৩৫৮ জন। কিন্তু জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত ১৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা ১৮ হাজার ৯১৯টি। আর ৫৪টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চালু ৫১টিতে আসন সংখ্যা ৩২ হাজার ৬৮টি। অথচ ২০০৫ সালে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮৮ হাজার ৬৬৯ জন। এক বছর আগে ২০০৪ সালে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী ছিল ৬২ হাজার ৮৫৬ জন। অর্থাৎ এক বছরের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধির হার ৪১ ভাগ।
ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় যে, দেশের ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ঃ১৭। অথচ, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গড় শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ঃ২৭। এর মধ্যে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ১ঃ৪৬, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে ১ঃ৩৪ এবং মর্ডার্ন ইউনিভার্সিটিতে ১ঃ৩৫। যেখানে ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ হাজার ৯১৭ জন শিক্ষক রয়েছে সেখানে ৫৪ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্যরত শিক্ষক সংখ্যা ৩ হাজার ৩১৯ জন। ছাত্র-শিক্ষকের বিস্তর বৈসম্যমূলক পরিস্থিতির মুখেও ২০০৩ সালে চালু হওয়া উত্তরা ইউনিভার্সিটি থেকে ২০০৫ সালে ডিগ্রী দেয়া হয়েছে এক হাজার জনকে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত সামগ্রিক কার্যক্রমকে সুচারুভাবে পরিচালনা করতে আইনগত অধিকার ও ক্ষমতা চেয়েছে ইউজিসি।